গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০৪.২০-৮৯

তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৪২৭ / ১ এপ্রিল ২০২১

বিষয় : মার্চ, ২০২১-এর বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মার্চ, ২০২১ এর বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd)-এ প্রশাসন-৩ শাখায় ১৬.০৫.২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

০১.০৪.২০২১

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব.....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; এবং
৩. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।

বিভাগীয় কমিশনার : ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০৪.২০-৮৯

তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৪২৭ / ১ এপ্রিল ২০২১

অনুলিপিঃ

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা; এবং
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২১ মার্চ, ২০২১
সময় : ১১.৩০-১২.২০ মিনিট
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন সভাপতি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এছাড়া এ বিভাগসহ যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। সভাপতি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়োজিত রয়েছেন। বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। **বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ:** গত ১০ ডিসেম্বর ২০২০-এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়িকরণ করা হয়।

৩। **অধিদপ্তরওয়ারি আলোচনা :**

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:** অক্টোবর, ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত ১৭১১টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ ও ৪৪টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে; • জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে ৩১,০৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর কার্যক্রম সক্রিয় করার লক্ষ্যে পাইলটিং হিসেবে প্রতি উপজেলা/থানার ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ প্রদান । • প্রতিটি জেলা/উপজেলায় লোকাল ডিশ/ক্যাবল সংযোগে পরিচালিত চ্যানেলসমূহে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরে প্রচারণার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। • মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ৪০,০০০টি ফেস্টুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ; • মাদকদ্রব্যের চলতি রুট সম্পর্কে গোয়েন্দা নজরদারী ও অভিযান অব্যাহত আছে। এছাড়াও মিয়ানমার থেকে সমুদ্র পথে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানা দিয়ে ইয়াবা বাংলাদেশে পাচারে নতুন রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর এতৎ অঞ্চলে কঠোর নজরদারী ও অভিযান বৃদ্ধি করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম** : চট্টগ্রাম শহরের আন্দারকিল্ল সিটি কর্পোরেশন ভবনের পাশে একটি এলইডি বিলবোর্ড স্থাপনপূর্বক	• মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কৌশলগত স্থানে সাইনবোর্ড, LED Billboard স্থাপন ও টিভি-ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান অনলাইন ক্লাসে মাদকবিরোধী কার্যক্রম তুলে ধরা। • প্রতিটি জেলা/উপজেলায় লোকাল ডিশ/ক্যাবল সংযোগে পরিচালিত চ্যানেলসমূহে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরে প্রচারণার ব্যবস্থা করা। • মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড বিভাগীয় এলাকার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মাদকবিরোধী কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচারণার নিমিত্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

	মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নাটক, টিভিসি দেখানো হচ্ছে। কক্সবাজার শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পার্শ্বে (সুগন্ধা বীচের নিকটে) এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় ৪টি সহ চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি জেলায় ইতোমধ্যে ৩টি করে কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিটি জেলায় আরো ৩টি করে কিয়স্ক স্থাপনের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। • বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।	অধিদপ্তর কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ও জেলা প্রশাসক (সকল) বরাবর মাদকবিরোধী টেলিভিশন কমার্শিয়ালের সফটকপি প্রেরণ করা। • মাদকদ্রব্য পাচারের পরিবর্তিত/নতুন রুট সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং কঠোর নজরদারির আওতায় আনা।	
খ.	**মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণাঃ** • পাইলট প্রকল্প হিসেবে খুলনা জেলার ৪টি উপজেলা এবং নড়াইল জেলার ৩টি উপজেলাসহ ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলা, রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলা, বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি সদর উপজেলা, সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলা, রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা এবং ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে এ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী মাদকবিরোধী প্রচারণা কমিটিগুলো কার্যকর করা হয়েছে এবং উপজেলাগুলোতে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।	• যে সকল উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেসব উপজেলায় এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • মাদকসেবীদের ডাটাবেজ তৈরি করে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক (সকল) বরাবর প্রেরণ করা	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান
গ.	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা :** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** ডিসেম্বর, ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান: **বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী :** ৭৮২টি অভিযান পরিচালনা করে ২৯২টি মামলায় ৫৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার মালামাল এবং ২০ জনকে আটক করা হয়। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ ৭২টি অভিযান পরিচালনা করে ১৯৪টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৪০ হাজার ৭৫০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৪৭ জনকে অর্থদন্ড, ১৩২ জনকে কারাদন্ড ও ১২৫ জনকে উভয়দন্ড প্রদান করা হয়। এ ছাড়া অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** • সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় গত তিন মাসে ৩৪২টি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ১২২টি মামলা দায়ের করা হয়। • ডিসেম্বর, ২০২০-এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ২২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও ২৪ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ৯টি টাস্কফোর্স অভিযান এবং মামলা উদঘাটন ৪টি এবং ৪৭টি মোবাইল কোর্ট অভিযান করে ১২২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সম্পর্কে সভা-সেমিনারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; • মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; • মাদককারবারীরা শাস্তিশেষে পুনরায় যেন একই কারবারে সংশ্লিষ্ট হতে না পারে সে মর্মে ডাটাবেজ প্রণয়নপূর্বক নজরদারির ব্যবস্থা করা। • মাদকের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়নকল্পে মাদকবিরোধী মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান আরো জোরদার করা। • সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে 'ডোপ টেস্ট' অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রচার করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

সময়	অভিযান	মামলা	আসামি
ডিসেম্বর, ২০২০	৮৫৫৬	২৫৪৮	২৬৭১
জানুয়ারি, ২০২১	৭১৯১	১৮৬৫	১৯৫৮
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৭৪৭৯	১৯২৫	২০৫৪
মোট	**২৩২২৬**	**৬৩৩৮**	**৬৬৮৩**

	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর : ডিসেম্বর, ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ দায়েরকৃত মোবাইল কোর্ট মামলার পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ **সময় | অভিযান | মামলা | আসামি** ডিসেম্বর, ২০২০ | ৩৩৮৯ | ১৬৪২ | ১৬৪২ জানুয়ারি, ২০২১ | ২৪০৯ | ১০৯২ | ১০৯২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ২৫১৩ | ১১৯৮ | ১১৯৯ **মোট | ৮৩১১ | ৩৯৩২ | ৩৯৩৩** • 'ডোপ টেস্ট বিধিমালা ২০২০' লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ/মন্তব্যের আলোকে আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির যাচাই-বাছাই শেষে শীঘ্রই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবার প্রেরণ করা হবে। • ৬২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ বছর মেয়াদী "মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়)" শীর্ষক ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১৯টি জেলায় (ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী, সিলেট, রংপুর এবং দিনাজপুর) বাস্তবায়ন করা হবে। **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান**, এতদবিষয়ে অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ কার্যক্রম চলমান।		
ঘ.	**মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রঃ** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** ইতোমধ্যে মুন্সিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এখনো ২০টি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই। উল্লেখ্য সুনামগঞ্জ জেলায় ১টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের আবেদন পাওয়া গেছে। যা তদন্ত প্রক্রিয়াধীন। ১৩.১১.২০২০ ও ১৪.১১.২০২০ তারিখ সারা দেশে সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত নিরাময় কেন্দ্র সমূহ বিশেষভাবে পরিদর্শন করা হয় এবং বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ ৯টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা :** মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার যশলদিয়া গ্রামে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আছে। উক্ত নিরাময় কেন্দ্র কর্তৃক লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করেছেন। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগাম :** চটগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর জেলায় ইতোমধ্যে বেসরকারী পর্যায়ে একটি ১০ বেড বিশিষ্ট মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** সুনামগঞ্জ জেলার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য 'বাধন সুনামগঞ্জ' নামে বিধি মোতাবেক আবদেন করেছেন। **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান**, এতদবিষয়ে অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	• ২০টি জেলায়-ঢাকা বিভাগে- ১টি (মুন্সীগঞ্জ), চট্টগ্রাম বিভাগে-৪টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর), সিলেট বিভাগে-১টি, (সুনামগঞ্জ), খুলনা বিভাগে-৫টি, (বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মেহেরপুর), বরিশাল বিভাগে-৫টি, (ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), রংপুর বিভাগে-৫টি, (কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) এ সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা। • মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর যেন কোনভাবেই লাইসেন্স ব্যতীত মানসিক চিকিৎসা প্রদান কার্যক্রম চালু করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা। • লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা এবং	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান ।

		স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।	

খ.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ;** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত ৪৭ হাজার ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী:** ২৬৮টি মহড়া, ৩১৩টি টফোগ্রাফি ও গণসংযোগ এবং ৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** ৪২টি মহড়া, ১৫০টি টফোগ্রাফি ও গণসংযোগ এবং ৪,০৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩টি গণসংযোগ ও টপোগ্রাফী বাস্তবায়ন করা হয়। **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** এতদ্ববিষয়ে অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	• এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধির তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। • 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ- ২০২০' যথাযথ মর্যাদায় পালনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিভাগীয় কমিশনার (সকল)-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
খ.	**দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন :** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** • এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রতিটি জেলায় ১টি ডুবুরি ইউনিট গঠনের নিমিত্ত ৩৮৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত ২৫৬টি পদ হতে অর্থ বিভাগ প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে ৩২টি (৮টি ড্রাইভার ও ২৪টি ডুবুরি) পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করায় ৩২টি পদের জিও জারি হয়েছে। • অবশিষ্ট ২২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ২৩.১২.২০১৯ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করে। • ১৬.০১.২০২০ তারিখে ২য় বার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঘাটতি ২২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণের বিষয়টি এ অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** ৫টি সার্ভে ৭টি মৌলিক প্রশিক্ষণসহ ৬টি অগ্নিকান্ড মোকাবলো করা হয়েছে। নৌ দুর্ঘটনা মোকাবেলায় ২ জন ডুবুরী সংযুক্ত রাখা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী:** এ বিভাগে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি উদ্ধার সংশ্লিষ্ট ফায়ার ড্রিলের আয়োজন। **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান যে,** অন্য বিভাগসমূহেও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	• দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা" মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-দুর্ঘটনায় জরুরি উদ্ধারকল্পে শক্তিশালী ডুবুরি ইউনিট গঠন করা দরকার। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

<table>
<tr>
<td>গ.</td>
<td>জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>মামলা নং</th><th>কোর্টের নাম</th></tr>
<tr><td>নবাবগঞ্জ, ঢাকা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>নকলা, শেরপুর</td><td>মামলা নং-১৪/২০০৬</td><td>জেলা জজকোর্ট, শেরপুর</td></tr>
<tr><td>পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম</td><td>রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৮৪/২০১৭</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>চৌহালী, সিরাজগঞ্জ</td><td>রিট পিটিশন নং-১৪৬/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>পাইকগাছা, খুলনা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>বরিশাল সদর</td><td>পিটিশন নং-৩৭৯৭/২০১৫</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
</table>
</td>
<td>• সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করা।
• সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।</td>
<td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
<tr>
<td>ঘ.</td>
<td>ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ;
<table>
<tr><th>জ লার নাম</th><th>ফায়ার স্টেশনের নাম</th></tr>
<tr><td>১.নারায়ণঞ্জ</td><td>১টি-শিবু মার্কেট</td></tr>
<tr><td>২.গাজীপুর</td><td>২টি-কোনাবাড়ী চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর</td></tr>
<tr><td>৩.চট্টগ্রাম</td><td>২টি-ভাটিয়ারী ও হালিশহর</td></tr>
<tr><td>৪.কুমিল্লা</td><td>২টি-দেবিদ্বার ও নাঙ্গলকোট</td></tr>
<tr><td>৫.কুষ্টিয়া</td><td>২টি-দৌলতপুর</td></tr>
<tr><td>৬.বরিশাল</td><td>১টি-আগৈলঝাড়া</td></tr>
<tr><td>৭.পটুয়াখালী</td><td>১টি-দুমকি</td></tr>
<tr><td>৮.সিলেট</td><td>২টি-সিলেট সদর, বালাগঞ্জ</td></tr>
<tr><td>৯.কুড়িগ্রাম</td><td>১টি-ভূরুঙ্গামারী</td></tr>
</table>
বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরিত
<u>জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের তালিকা</u> :
<table>
<tr><th>ক্র.</th><th>বিভাগ</th><th>জেলা</th></tr>
<tr><td>১.</td><td rowspan="2">ঢাকা-৩টি</td><td>নারায়ণগঞ্জ ১টি</td></tr>
<tr><td></td><td>গাজীপুর-২টি</td></tr>
<tr><td>২.</td><td rowspan="2">চট্টগ্রাম-৪টি</td><td>চট্টগ্রাম-২টি</td></tr>
<tr><td></td><td>কুমিল্লা ২টি</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>খুলনা-১টি</td><td>কুষ্টিয়া-১টি</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td rowspan="2">বরিশাল-২টি</td><td>বরিশাল ১টি</td></tr>
<tr><td></td><td>পটুয়াখালী-১টি</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>সিলেট-২টি</td><td>সিলেট-২টি</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>রংপুর-১টি</td><td>কুড়িগ্রাম</td></tr>
</table>
</td>
<td>• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা;
• টেবিল 'ঘ'-এ বর্ণিত ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।ৎ
• খাগড়াছড়িতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি সংক্রান্ত সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করা।
• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি ৪ ধারা নোটিশ ইস্যু করার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।
• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ-এর জরুরি বর্হিগমনে ও চলাচলের জন্য কালভার্টটি সংস্কার/স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।</td>
<td>মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
</table>

ঙ.	**স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ৪টি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রনয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী:** সিরাজগঞ্জ জেলার সায়দাবাদে একটি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা:** ফরিদপুর জেলায় নতুন করে ৩টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট:** হবিগঞ্জ জেলায় স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নাই এমন এলাকার মধ্যে শায়েস্তাগঞ্জ এবং মাধবপুর এর মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ শাহজীবাজার নামক স্থানে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ :** ময়মনসিংহ বিভাগে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফায়ার স্টেশন নেই অথচ ফায়ার স্টেশন প্রয়োজন সে সকল এলাকার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৪টি (মল্লিকবাড়ী মোড়, ভালুকা; কালীবাড়ী, মুক্তাগাছা; চেচুয়া বাজার, মুক্তাগাছা; রায়মনি মোড়, ত্রিশাল); নেত্রকোণা জেলায় ৩টি (শ্যামগঞ্জ বাজার, রামপুর বাজার, জারিয়া ঝানঝাইল বাজার); জামালপুর জেলায় ২টি (নান্দিনা বাজার, বিসিক মোড়) এবং শেরপুর জেলায় ২টি (খোয়ারপাড় মোড়, সূর্যদী বাজার) নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হবিরবাড়ীস্থ মাস্টার বাড়ী, ভালুকা ময়মনসিংহে ১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার রংপুর :** দিনাজপুর জেলার ফুলহাট ও দশমাইল নামক স্থানে স্যাটালাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	• ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২. চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪. কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০. দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১. ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

গ কারা অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**কারা অধিদপ্তর:** ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি কর্তৃক ৩টি কারাগার, কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক ৬টি, কারা উপ মহাপরিদর্শক কর্তৃক ২৫টি কারাগার, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ৪টি এবং বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক ৫টি কারাগার, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৫৮টি কারাগার পরিদর্শন করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল :** জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	• নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। • নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে সূচি প্রণয়ন করা। • কারাগার পরিদর্শনের তালিকা কারা মহাপরিদর্শক বরাবর প্রেরণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

গ.	**কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান :** **কারা অধিদপ্তর :** • ২৮.০২.২০২১-এ কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৮৪,৮৪২ জন। তন্মধ্যে, কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতি বন্দিদের ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ ১ম পাক্ষিক অনুসারে ৮৬ জন বন্দি চিকিৎসাধীন রয়েছে। • কারা মহাপরিদর্শক ডিসেম্বর ২০২০-এ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার ও কক্সবাজার জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন। জানুয়ারি ২০২১-এ নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার, মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার, নরসিংদী জেলা কারাগার, বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার ও নেত্রকোণা জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন। ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, নোয়াখালী জেলা কারাগার, লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার, চাঁদপুর জেলা কারাগার ও কুষ্টিয়া জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন। **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অতি গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; • বাহির হাসপাতালে অবস্থানরত বন্দিদেরকে কঠোর নজরদারির আওতায় আনা। • সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার আকস্মিক ভিজিট অব্যাহত রাখা; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	**কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা :** **কারা অধিদপ্তর :** স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় এ পর্যন্ত ৬০টি কারাগারে মাদকাসক্ত নিরাময় ইউনিট চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি কারাগারে মাদকাসক্ত নিরাময় ইউনিট চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	• মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে/নিরাময়ের জন্য কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা;	কারা মহাপরিদর্শক /কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	**কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন;** • ৩৪টি কারাগারে বিদ্যুতের ডাবল ফেইজ লাইন লাগানো হয়েছে। ১৪টি কারাগারে সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপর ২০টি কারাগারে জরুরি ভিত্তিতে ডাবল ফেইজ লাইন সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	• অবশিষ্ট কারাগারসমূহে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ :** **কারা অধিদপ্তর :** • খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি কারাগারের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। • মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণের এল এ প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। এলএ প্রাক্কলন মোতাবেক সমুদয় টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক কর্তৃক কারা কর্তৃপক্ষকে	• খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ রাখা। • মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারকে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	বিভাগীয় কমিশনার,চট্টগ্রাম, সিলেট/ কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

	জমি বুঝিয়ে দেয়া হবে। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগাম :** খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। • **কারা অধিদপ্তর :** মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে জমি অধিগ্রহণের এল এ প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে, ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।		
চ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ:** **কারা অধিদপ্তর :** খাদ্যের মান নিশ্চিত করা হচ্ছে মর্মে সকল বিভাগীয় কারা উপ মহাপরিদর্শক এর নিকট হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কারাগার পরিদর্শনসহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	• নিয়মিত মনিটরিং করা • কারা ক্যান্টিনসমূহের মূল্য তালিকা ও খাবারের মানের উপর নজরদারি আরো জোরদার করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ছ.	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন:** **কারা অধিদপ্তর :** ৭৩ টি কারাগারের মধ্যে ৪০ টি কারাগারের জমি কারা কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ড ভুক্ত।অপর ৩৩ টি কারাগারের মধ্যে ৮ টি কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়ের কৃত মামলা চলমান রয়েছে। ২৫ টি কারাগারের জমি কারাগরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার লক্ষ্যে মামলা দায়ের করার জন্য কাগজপত্র সংগ্রহের কাজ চলছে। কাগজপত্র সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার এর সহোযোগিতা প্রয়োজন। • ৮টি (মাদারীপুর-২, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ-২ ও শরীয়তপুর) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে মামলা চলমান রয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা :** শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শরীয়তপুর এর নামে রয়েছে। কারাগারের অনুকূলে নামজারীকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক শরীয়তপুর জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসক মাদারীপুর জানিয়েছেন অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী :** রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের উত্তর পুকুরের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে ৩০৭/২০০৪ নং দেওয়ানি	• কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন এর জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলাসমূহ জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদারকিপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • ৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। এসকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

	মামলা বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ২য় আদালত রাজশাহীতে চলমান আছে। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** চাঁদপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দায়েরকৃত বিদ্যমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাঁদপুরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।		
জ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;** **কারা অধিদপ্তর :** মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। • সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন কারাগার) এর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহামান্য আদালতের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। • উক্ত জমির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের চারপাশে আরসিসি সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। তবে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা চলমান থাকায় আরপি গেইট হতে সম্মুখভাগের কাজ বন্ধ আছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** জেলার কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন) এর ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের জমি উদ্ধারের জন্য অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেয়ার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** জেল সুপার, নোয়াখালী জেলা কারাগারকে নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। **বিভাগীয় কমিশনার, রংপুরঃ** রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ০.৪১ একর জমি রংপুর সেনানিবাস কর্তৃক এবং ০.৫৯ একর জমি রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাঃ** উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর জানিয়েছেন।	• চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্তে মহামান্য হাই কোর্টে রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

ঝ.	**এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;** • মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	• মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঞ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ;** **কারা অধিদপ্তর :** বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে জঙ্গি, শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং গুরুতর অপরাধী বন্দির প্রকৃতি সম্বলিত তালিকা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্দির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। • কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি এবং গুরুত্বর অপরাধীদের পৃথক সেলে রাখা এবং নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।	• কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি এবং গুরুত্বর অপরাধীদের আদালতে আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা। • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ট.	**গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখা**	• কারা বিভাগের গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
ঠ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান** **কারা অধিদপ্তর :** বর্তমানে ১১১ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। অবশিষ্ট ডাক্তার পদায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৮.০৬.২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** মৌলভীবাজার জেলায় সিভিল সার্জন কর্তৃক ১ জন ডাক্তারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে ১ জন সহকারী সার্জন এবং ১ জন ফার্মাসিস্ট-এর পদ শূন্য রয়েছে বিধায় সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের একজন ডিপ্লোমা নার্স বন্দিদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।	• কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকের স্বল্পতা হেতু কোন কারাবন্দির চিকিৎসা প্রদানে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে কারাগারের জন্য ডাক্তার সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ড	**কারাগারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারণা** **কারা অধিদপ্তর :** ২০০৯ সাল হতে বর্তমান অবধি কারাগারে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কার্যক্রমের বর্ণনা তুলে ধরার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কারা অধিদপ্তরে ৯৬ স্কয়ার ফিট ২টি এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হচ্ছে।করা হয়েছে।	• ২০০৯ সাল হতে বর্তমান অবধি কারাগারে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কার্যক্রমের বর্ণনা তুলেধরে কারাগারসমূহের সম্মুখে বিলবোর্ড স্থাপন করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঢ	**কারাগার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ :** **কারা অধিদপ্তর :** ১০০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বন্দি ব্যারাকে নির্মাণকাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন	• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার

	করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা।		
ণ.	• **নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের ন্যায় অন্যান্য কারাগারেও অনুরূপ উৎপাদনমুখি কার্যক্রম চালুকরণ** **কারা অধিদপ্তর :** নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগারে স্থাপিত রিজিলিয়ান্স' নামক গার্মেন্টস কারখানা ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্রের অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ গার্মেন্টস কারখানার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশের অন্যান্য কারাগারগুলোতে এরূপ গার্মেন্টস কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	• কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রিজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র' এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ:** **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নিমিত্তে সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কেউ যেন পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানি স্বীকার না হয় সে দিকে নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা :** নির্দেশনা মোতাবেক দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এছাড়া ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কেউ যেন পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানি না করতে পারে সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। • **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	• পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা। • ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কেউ যেন পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানি না করতে পারে সে দিকে বিশেষ নজর রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
খ.	• **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা হয়। • জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা হয়। • বর্তমানে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসমুহের লোকাল সার্ভারের সাথে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	• পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডভুক্ত করে আলোচনা করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা; • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল
গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ:** • **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাট-এর ট্রান্সফরমার স্থাপন ও রঙের	• আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নির্মাণকাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করত: উক্ত ভবনে	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট

	ফাইনাল কোডের কাজ চলছে (কাজের অগ্রগতি ৯৫%) • নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন থাকায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট লক্ষীপুর ও বাগেরহাটের ভবন নির্মাণ কাজের তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক,প্রকল্প পরিচালক"১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ" প্রকল্প এবং স্ব স্ব অফিস প্রধান বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা এর নতুন ভবন নির্মাণের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বেজ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। গ্রেডবীম ঢালাইয়ের কাজ চলছে। মাটি ভরাটের কাজ শেষ পর্যায়ে। জমির পূর্বতন মালিক মহামান্য হাইকোর্টে ৪৯৪৮/২০২০ নং রীট মামলা দায়ের করেছে। নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাও এর খাস জমির দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ঠাকুরগাও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সচিব, ভুমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।	কার্যক্রম শুরু করা। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অধিকৃত জমি সংশ্লিষ্ট রিটের জবাব প্রদানসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর ভুমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	• **মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন :** **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর:** ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে কোন রোহিঙ্গা যাতে পাসপোর্টের আবেদন করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার-কে অনুরোধ করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম :** রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩/৭/২১

(মো: শহিদুজ্জামান)
সিনিয়র সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।